ডিজিটাল অপরাধ

মোঃ মাহাবুবুর রহমান (রিমন) {১৭/১২/২০১৮}

ডিজিটাল অপরাধ খোঁজার জন্য খুব বেশী দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। নিজের পরিবারের কোন সদস্য বা এলাকার কোন প্রতিবেশী এদের দিকে নজর দিলেই ডিজিটাল অপরাধের শিকার খুজে পাওয়া যাবে। এদের প্রায় সবাই কোন না কোন ভাবেই ডিজিটাল অপরাধের শিকার হয়েছে।

ডিজিটাল অপরাধ বলতে কেবল ডিজিটাল প্রযুক্তি নিভর চেনা জানা ছোটখাট কোন অপরাধ নয়। আরো অনেক অপরাধকে ডিজিটাল অপরাধ বলা হয়ে থাকে। ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার করে অপরাধ করা,হ্যাকিং, পাইরেসি করাকেও এই আওতায় গন্য করা হয়। প্রতারণা, মিথ্যা পরিচয় প্রদান, সন্ত্রাস, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি, ব্যাংক জালিয়াতি অনেক কিছুই ডিজিটাল অপরাধ এর মধ্য পরে থাকে।

বিভিন্ন রকম ডিজিটাল ডিভাইস যেমন মুঠোফোন, আইপ্যাড,স্মার্টফোন ইত্যাদি ব্যবহার করে ডিজিটাল অপরাধ করা হচ্ছে। অন্যদিকে এসব যন্ত্রের ব্যবহারকারী ডিজিটাল অপরাধের শিকার হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু কিছু হ্যাকার নিজেদের ইথিক্যাল হ্যাকার (সাদা হ্যাকার) হিসেবে ভেবে থাকে এবং হ্যাকিং করার জন্য গর্ব করে থাকে। বতমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন ওয়েবসাইট হ্যাকিং হচ্ছে। প্রতিদিন এরকম কম বা বেশী ওয়েবসাইট হ্যাকিং হবার কথা বাংলাদেশে শোনা যাচ্ছে যা আগে কখনও চিন্তা করা যেত না । কোম্পানী বা ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট, সরকারী ওয়েবসাইট এমনকি পুলিশের ওয়েবসাইট পর্যন্ত হ্যাকিং এর শিকার হয়েছে। একজনের ফেসবুক একাউন্ট অথবা ইমেইল আইডি অন্যর দখলে চলে যাওয়া এসব ঘটনা প্রায়ই শোনা যায। এতকিছুর পরও অনেকে মন্তব্য করে থাকেন যে আমাদের দেশে হ্যাকিং এখনো বড় কোন সমস্যা সৃষ্টি করে নি।

এখন কিছু কথা বলি মুঠোফোন এর অপরাধ নিয়ে। এই যন্ত্রটি আমাদের এমন গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রে পরিনত হয়েছে যে, রাতে ঘুমাতে যাবার সময়ও মাথার পাশে রেখে ঘুমাতে হয়। এই যন্ত্রটি ডিজিটাল অপরাধের একটি বড় অস্ত্রে পরিণত হয়েছে।

মুঠোফোন ব্যহার করে নোংরা মন্তব্য করা, মিস কল দেয়া, বাজে এসএমএস প্রেরন করা, গুজব রটানো, নোংরা ভিডিও চিত্র এমনকি সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি হচ্ছে। মুঠোফোন ব্যবহার করে অপরাধের বিস্তার প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইন্টারনেটে ইচ্ছেমতো কাহিনী তৈরী করে যাকে ইচ্ছা বা খুশি তাকেই বাজে মন্তব্য করা হচ্ছে। সোশাল নেটওয়াকিং ওয়েবসাইট ও ব্লগিং এসব সাইটগুলো এসব ক্ষেত্রে বেশী ব্যবহার করা হচ্ছে।

পাইরেসিও এখন ডিজিটাল অপরাধের একটি বড় মাধ্যম, কপিরাইট,ট্রেডমার্ক, প্যাটেন্ট লঙ্ঘন বাংলাদেশে নিত্যদিনের ঘটনা। মুঠোফোন ও ইন্টারনেট হয়ে উঠেছে পাইরেসি শেয়ার এর সবচেয়ে বড় মাধ্যম। সফটওয়্যার, মিউজিক, চলচিত্র, টিভি অনুষ্ঠান পাইরেসি করা হয় ইন্টারনেট এর সহায়তায়, এসব জিনিষগুলো ডাউনলোড করার ব্যবস্থা রাখা হয় নানা রকম ভাবে। এছাড়া আছে পেনড্রাইভ,মেমোরি কার্ড, সিডি-ডিভিডি মাধ্যমেও পাইরেসি করা।

যারা পাইরেসি কাজে জড়িত তারা আইনের প্রসঙ্গ নিয়ে কোন কথা বলতে চায় না, নিজের যা ইচ্ছে তাই তারা করে থাকে।

ডিজিটাল অপরাধ প্রমানের জন্য বতমার্নে বাংলাদেশে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব তৈরী করা খুবই প্রয়োজন। ডিজিটাল ফরেনসিক বলতে বুঝায়, কম্পিউটার স্মার্টফোন কিংবা কোন ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে বা মৃতদেহ পরীক্ষা করার পাশাপাশি তার কম্পিউটার বা স্মার্টফোনেরও টিউনমর্টেম করা হয়। অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ে অথবা আগে ভিকটিমের সঙ্গে কারো যোগাযোগ হয়েছিলো কিনা। ভিক্টিমের সংরক্ষিত তথ্য, কল লিষ্ট, রেকর্ড, ফোন বুক সবকিছুই খুটিয়ে দেখা হয়। ভিক্টিম কারো সাথে ইমেইল আদান-প্রদান করে থাকলে তা দেখা হয়। ভিক্টিমের শুরু থেকে শেষ পযর্ন্ত যা করেছে তার কম্পিউটার বা স্মার্টফোন ব্যবহার করে সব তথ্য পুনরুদ্ধার করা হয়। এগুলো ডিজিটাল ফরেনসিক নামে পরিচিত।

অন্য সব অবরাধের মতো ডিজিটাল অপরাধও একটি ভয়ংকর অপরাধ এই বিষয়টি আমাদের সকলের বোঝা উচিত।

তথ্য ও প্রযক্তি বিষয়ক লেখক ও কলামিষ্ট, এবং
ইন্টারনেট এবং কম্পিউটারে বাংলা ভাষা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানকারী ##
মাহাবুবুর রহমান (রিমন)
email : mrahman0985@gmail.com
web : www.mrahman.info